তারিখ 09 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 1 ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেণ্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

বাঘা

বাঘা (রাজশাহী), ৮ মার্চ (সংবাদদাতা)।— বাঘা রাজশাহী জেলার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। বাঘার প্রাচীনত্ব সুবিদিত। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর আপন দৌহিত্র হযরত শাহমখদুম রূপোশা (রঃ) ও কামেল দরবেশ হযরত শাহ মোয়াজ্জেম উদ্দিন দানিশমন্দ ওরফে শাহ দৌলা (রঃ)-এর স্মৃতি ধন্য, নৈঃসর্গিক লীলা বিলাসের চারণ ভূমি। ইতিহাসের অমর সাক্ষী বাঘা উপজেলা। বাঘা উপজেলার মোট আয়তন ৭৬.৮১ বর্গমাইল। এর মধ্যে কিছু অংশ পদ্মা ও পদ্মার শাখা বড়ালের গর্ভে। মোট লোক সংখ্যা ১,২৫,০৩৮ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৩,৫১৮ জন ও মহিলার সংখ্যা ৬১,৫২০ জন। এখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করেন। তার মধ্যে মুসলিম ১,১৪,০৭৮ জন, হিন্দু ১০,৭০৩ জন, খৃস্টান ৮ জন, বৌদ্ধ নাই ও অন্যান্য ২৪৯ জন উপজাতি। ৬টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে বাঘা উপজেলা গঠিত।

যোগাযোগ

উপজেলায় মোট রাস্তার দৈর্ঘ ১০২ মাইল। তার মধ্যে মাত্র ৩/৪ মাইল পাকা, কিছু অংশ ইট বিছানো ও বাদবাকী সব কাঁচা রাস্তা। রাজশাহী থেকে উপজেলা সদরের উপর দিয়ে যে রাস্তাটি লালপুর, ঈশ্বরদী হয়ে নগরবাড়ী গেছে সেটিই পরিকল্পিত বৃহত্তর ঢাকা রোড। এই রাস্তাটি পাকা হলে রাজশাহী থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ৫৪ কিলোমিটার কমবে। এতে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার জ্বালানি খরচ বাঁচবে। উপজেলার অভ্যন্তরের রাস্তাগুলো সবই কাঁচা। বর্ষার সময় উপজেলা সদরে যেতে বিভিন্ন গ্রামবাসী অত্যন্ত ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন।

শিক্ষা

উপজেলায় শিক্ষিতের হার ১৬.৬%। এর মধ্যে পুরুষ ২২.৮% ও মহিলা ১০.৩%। কলেজ মোট ৩টি, ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮টি ও মাদ্রাসা ৮টি। প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ এখনো গড়ে উঠেনি এখানে। বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোরই ভগ্নদশা অবস্থা।

স্বাস্থ্য

বাঘা উপজেলায় ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এতে জনগণের চাহিদার ২৫ ভাগও পূরণ হয় না। তদুপরি ঐ চিকিৎসালয়ের নোংরা পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও ওষুধ সংকট হেতু তাতে জনগণের তেমন উপকার হয় না। গুটিকয়েক ট্যাবলেট আর লাল পানি নিয়েই রোগীকে বিদায় নিতে হয়। এ ব্যাপারে ওষুধ কারচুপির কথাও শুনা যায় মাঝে মধ্যে। প্রস্তাবিত সরকারী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য জমির হুকুম দখল, স্থান নির্ধারণ, পরিমাপ বহুদিন আগেই সম্পন্ন হলেও আজ পর্যন্ত সে হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনের কোন লক্ষ্যণই দেখা যাচ্ছে না।

কৃষি

উপজেলায় শিক্ষিতের হার কম হওয়াই বেশীর ভাগ লোকই কৃষিজীবী। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকের সংখ্যা অনেক। প্রায় ৫৫% লোক ভূমিহীন, এরা অন্যের জমি চাষ করে ও ব্যবসা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কৃষি ব্যবস্থার কোন আধুনিকায়ন হয়নি। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এইসব কৃষকরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করে ঠিকই কিন্তু সেই অনুসারে ফসল পায় না।

এখানে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭,০৩১ একর। এর মধ্যে এক ফসলী ১১,৪৬৩ একর, দুই ফসলী ২৪,২৫৮ একর, তিন ফসলী ১,৩১০ একর। প্রধান ফসল আখ, গম, হলুদ, ধান অল্পবিস্তর জন্মে।

এছাড়া আংশিক কৃষি উৎপাদনের মধ্যে আম ও খেজুরের গুড় প্রধান।

বিদ্যুৎ

উপজেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মোটেই সম্প্রসারণ হয়নি। রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর অধীনে ৮৫ সালের মধ্যেই বিদ্যুতায়িত হবার কথা।

হাট-বাজার

এখানকার অনেক লোক ব্যবসাজীবী। মওসুমী ব্যবসা বেশ জমজমাট। আমের সময় আম-কাঁঠালের ব্যবসা, হলুদের ব্যবসা, আখের ব্যবসা, পাটের ব্যবসা, খেজুর গুড়ের ব্যবসা করে বহু লোক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ব্যবসা কেন্দ্রের মধ্যে বাঘা বাজার, নারায়ণপুর বাজার, আড়ানী ও মীরগঞ্জ প্রধান। প্রধান দৈনিক বাজার ৫টি ও গুরুত্বপূর্ণ হাট ২৪টি।

অন্যান্য

বাঘা উপজেলায় টেলিফোন ৮টি, নদী ২টি, বিডিআর ফাঁড়ি ৩টি, হাঁস-মুরগীর সরকারী খামার ২টি, বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬টি, ডাকবাংলা ৪টি, বিভিন্ন সমবায় সমিতি ৭১টি, রেশম বীজাগার ১টি, পুকুর ও দীঘি ১৪৫টি।

সমগ্র উপজেলাবাসীর প্রধান দাবী, যা এখনই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হলো, জেলা সদরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র সড়কটি পাকা করা, শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজকে সরকারী কলেজে উন্নীত করা ও বিদ্যুতায়িত করা।